



222685 - জুমার রাত যদি বজেডে তারখি পড়ে- তাহলে কিস্টো কদররে রাত?

প্রশ্ন

এ বছরে সাতাশে রমযান জুমাবারে হবে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “রমযানে শেষে দশকরে বজেডে কোন রাত যদি জুমাবারে পড়ে তাহলে সে রাত্রি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক”— এ কথা কিস্টিকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত উক্তটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উক্তি হিসেবে আমরা পাইনি। বরং ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) এ উক্তটি ইবনে হুবাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করছেন; তিনি বলেন: “যদি রমযানে শেষে দশকরে কোন এক বজেডে রাত শুক্রবারের রাত হয় তাহলে স্টে লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক”। [ইবনে রজব লিখিত ‘লাতায়ফুলা মাআরফি’ পৃষ্ঠা-২০৩]

এ উক্তটির প্রবক্তা এ ভিত্তিতে কথাটি বলছেন যে, শুক্রবারের রাত হচ্ছে- সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম রাত। তাই রমযানে শেষে দশকরে বজেডে কোন রাত যদি শুক্রবারের রাত পড়ে তাহলে স্টে লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, এ অভিমতটির পক্ষে আমরা কোন হাদিস কিংবা সাহাবীদের কোন বক্তব্য পাইনি। হাদিস থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষে দশদিনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। শেষে দশদিনের বজেডে রাতগুলো লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর এ রাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় রাত হচ্ছে- সাতাশে রমযান; তবে সুনিশ্চিত করার সুযোগ নেই যে, এটাই লাইলাতুল ক্বদর।

মুসলমানের কবিতব্য হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে শেষে দশদিনের প্রতরিতে লাইলাতুল ক্বদর অনুবেশে সচেষ্ট হওয়া।

শাইখ সুলাইমান আল-মাজদে (হাফযাহুল্লাহ) বলেন: “শরিয়তের এমন কোন দলিল আমাদের জানা নেই যে, শুক্রবারের রাত বজেডে রাত হলে স্টে লাইলাতুল ক্বদর হবে। অতএব, এ ধরণের কোন নিশ্চয়তা দয়া কিংবা এ অভিমতের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করা— ঠিক হবে না। বরং শরিয়তের বিধান হচ্ছে— শেষে দশরাত্রিতে লাইলাতুল ক্বদর অনুবেশে সচেষ্ট থাকা। যে ব্যক্তি শেষে দশরাত্রের প্রতটি রাত আমল করবে এটা নিশ্চিত যে, সে লাইলাতুল ক্বদর পাবে। আল্লাহই ভাল জানেন।” [সমাপ্ত]



হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: “লাইলাতুল ক্বদর রমযানরে মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরপর রমযানরে শেষে দশদিনরে মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার শেষে দশদিনরে বজেডোড় রাতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সুনর্দিষ্ট কোন রাতরে মধ্যে নয়। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলো সম্মিলিতভাবে এ অর্থই প্রমাণ করে।” [ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: “উবাই বনি কাব (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে, তিনি হলফ করে বলতেন: লাইলাতুল ক্বদর হছে— সাতাশে রমযান”। এ মাসয়ালার অনেকে অভিমতরে মধ্যে এটিও একটি। তবে, অধিকাংশ আলমেরে অভিমত হছে— এটি রমযানরে শেষে দশরাতরে অজ্ঞাত কোন এক রাত। এ দশরাতরে মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হছে— বজেডোড় রাতগুলো। বজেডোড় রাতগুলোর মধ্যে অধিক আশাব্যঞ্জক হছে— ২৭ রমযান, ২৩ রমযান ও ২১ রমযান। অধিকাংশ আলমেরে মতে, এটি নর্দিষ্ট কোন একটি রাত; আবর্ততি হয় না। কিন্তু, সুক্ষ্মদর্শী আলমেরে মতে, লাইলাতুল ক্বদর আবর্ততি হয়। কোন বছর ২৭ শে রমযান, কোন বছর ২৩ রমযান এবং কোন বছর ২১ শে রমযান কথিবা অন্য কোন রাত। এ মতটির মাধ্যমে বপিরীতমুখী সবগুলো হাদিসরে মাঝে সমন্বয় করা যায়।”

[ইমাম নববীর ‘শারহু সহহি মুসলমি’ (৬/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে নং 50693 প্রশ্নোত্তর দেখা যতে পারে।

আল্লাহই ভাল জানেন।